দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পাশে

বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট

বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট। দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। আমাদের দেশে মেধাবী ও হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের কল্যাণে অনেকেই অসংগঠিতভাবে কাজ করলেও বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট এদের থেকে একেবারেই আলাদা। কেননা এরা কাজ করে সংগঠিত পন্থায় এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে।

জিকরুল ট্র্যাজেডি ও...

ঘটনাস্থল রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলা। বিদ্যালয়টির নাম হায়দারাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়। এই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র জিকরুল। বাবা ওবেদ আলী গতর খাটা দিনমজুর। অভাবের ঠোকরে বিষাক্ত যাদের দিন-রাত। প্রতিদিন স্কুলে জিকরুলের সহপাঠীরা টিফিন খায়। অভাবের কশাঘাতে ভাগ্যাহত জিকরুল শুধুই দেখে। জিভে জল আসলেও করার কিছু নেই। নুন আনতে যেখানে পানতা ফুরোয় সেখানে টিফিন তো দুঃস্বপ্নের নাম। তবুও কিশোর জিকরুলের মন বাধে না। দুঃস্বপ্নের মতো একমুঠো টিফিন নামক খাবারের আশায় খুঁজে নেয় কাজ। সারাদিন গৃহস্থের ক্ষেতে আগাছা ফেলা। কামলা দিয়ে দু'পয়সা পেলে তাই দিয়ে স্কুলে টিফিন কিনে খাবে। এর পরের ঘটনায় জন্ম নেয় জিকরুল নামক এক নিষ্পাপ শিশু শিক্ষার্থীর মৃত্যু নামক ট্র্যাজেডি গাথা।

প্রভাবশালী গৃহস্থ পারিশ্রমিকের বদলে আঘাতে আঘাতে জিকরুলকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়। এই তো একমুঠো টিফিনের কাছে হেরে যাওয়া এক জিকরুল ট্র্যাজেডির ইতিকথা। হাজারো জিকরুলরা আমাদের আশ-পাশেই আছে; যারা প্রতিমুহূর্তে জীবনযুদ্ধে হারতে হারতে বাঁচে নয়তো ভানবুকে বইয়ের নীরব পাতায় লিখে আরেক ট্র্যাজেডির সূচনার কথা। জীবনের টানাপড়নে যে শিক্ষার্থীর শিক্ষার আলো নিভু নিভু তার পাশে আশার আলো নিয়ে দাঁড়ায়- 'বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট'।

পথের শুরু...

শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়ন করে কোয়ালিটি এডুকেশন অর্জন করার মহান ব্রত নিয়ে ২০০১ সালে বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের জন্ম। সম্ভবত এটিই বাংলাদেশের একমাত্র ও সর্ববৃহৎ শিক্ষা সেবামূলক ট্রাস্ট; যার হাত ধরে স্বপ্নের পথে পা ফেলছে বাংলাদেশের দরিদ্রপীড়িত হাজারো শিক্ষার্থী। বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা হচ্ছেন- নূরে আলম তালুকদার। পথ চলার সেই মাহেন্দ্রক্ষণে নূরে আলম তালুকদারের মানবিক চিন্তার কাঁধে সাহসের হাত রেখেছিলেন প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। অর্থাৎ বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের নাম প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। বর্তমান তিনি এই ট্রাস্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান উপদেষ্টা। প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ মহামান্য রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলে ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের হাল ধরেন বিশিষ্ট লোক বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. আশরাফ সিদ্দিকী। বর্তমানে তিনি ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পদে থেকে সফলভাবেই নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের মহতী উদ্যোগ ইতোমধ্যেই দেশ বরণ্যে শিক্ষাবিদদের দৃষ্টি কাড়তে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড অফ ট্রাস্টির সদস্যদের মধ্যে আছেন- প্রফেসর ড. মোশারফ হোসেন মিঞা, প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী, প্রফেসর মনিরুল হক, প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, প্রফেসর ড. কে এম মহসিন, প্রফেসর ড. হোসনে আরা বেগম, গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) এটিএমএ কুদ্দুস, প্রিন্সিপাল রাজিয়া হুসাইন, শেখ সবদার আলী এবং হাকিম মোহাম্মদ ইউসুফ হারুন ভূইয়াসহ দেশ বরণ্যে আরও বেশ ক'জন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

যা করেছে...

ঘটনা-১ : ক'বছর আগের কথা। বাংলাদেশ রাইফেলস কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মেহেদী রেজা আঁখি। দুরারোগ্য ক্যান্সারের মৃত্যু থাবায় আঁখির জীবন নিভু নিভু। অর্থাভাবে আঁখির জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন বাবা-মা। মৃত্যু পথযাত্রী আঁখির খবর পৌঁছল বাংলাদেশ ছাত্র কল্যাণ ট্রাস্টে কাছে। শুরু হলো ক্যান্সারের বিরুদ্ধে জীবন জয়ের এক মহান যুদ্ধ। বর্তমানে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের নেতৃত্বে সেই দিনকার মানববন্ধন জীবনের কাছে ক্যান্সারের পরাজয় নিশ্চিত করেছিল। মহান আল্লাহর ইচ্ছে আর ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের চেষ্টায় আঁখি নতুন জীবন পেলেন।

ঘটনা-২ : মেয়েটি কেরানীগঞ্জে থাকে। এসএসসি এবং এইচএসসি দু'টোতেই গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছে। তাকে নিয়ে বাবা মায়ের অনেক আশা। আশা করতে পারে সমগ্র বাংলাদেশ। কিন্তু অভাবের ঘুন পোকা এই মেধাবী মেয়েটির স্বপ্নের দেয়াল সারাক্ষণ ঠোকরে যাচ্ছিল। অসহায় পিতা মাতার এই ক্ষেত্রে কি-ই বা করার আছে। তাহলে কি একটা তেজী স্বপ্নের অপমৃত্যু হবে। বন্ধ হয়ে যাবে ওই মেধাবী মেয়েটির লেখা পড়া। এই সবের-ই উত্তর 'না'। কারণ তার পাশে সার্বিক সহায়তা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট। ট্রাস্টের হাত ধরেই মেয়েটি এখন কুমিল্লা মেডিকেলে পড়াশোনা করছে।

ঘটনা-৩ : কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের মেধাবী ছাত্র সেলিম রেজা। নিয়তি চক্রে জীবনের মুকুলে ফুল না ফুটতেই মৃত্যু পথযাত্রী সে। দুরারোগ্য ব্যাধি খুবলে খাচ্ছিল রেজার সবক'টা স্বপ্নের গলিপথ। সবকিছু জেনেশুনে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট। রেজার চিকিৎসা তহবিল সংগৃহীত হলো। আরেকবার রচিত হলো স্বপ্ন ভরা ছাত্র সেলিম রেজার নতুন জীবনের গল্প। বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের সেই মহতী গল্পের আরেকটি অধ্যায়ের নাম- বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজের ছাত্র আতিক। যাকে সহায়তার হাত ধরে সমগ্র উত্তরবঙ্গে উড়েছিল বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের সেবার পতাকা।

ঘটনা-৪ : চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানার মেধাবী শিক্ষার্থী জহিরুল। পায়ে লিখে এসএসসি পাস করে সে সমগ্র বাংলাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। সে দিনের সংগ্রামী জীবনের প্রতিভূ জহিরুল এখন স্থানীয় গৃধুপালিশ্দা কলেজের এইচএসসির ছাত্র।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে জীবনযুদ্ধের এই মহা সৈনিককে আমরা মনে রাখতে পেরেছি কি? আমাদের নিরন্তর জীবন থেকে জহিরুলকে ভুলে গেলেও মনে রেখেছে বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট। এ বছর তারা নদীসিকস্তি চাঁদপুরের তিন থানায় সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ২০০০ সেট পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কালে খুঁজে নিয়েছেন জহিরুলকে। ভাগ্যের টানাপড়েনে বন্ধুর পথের জহিরুলের হাতে এখন বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের হাত। তার আজীবন শিক্ষা ব্যয় ভার নিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট।

এই ট্রাস্ট কী করে

বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের সুনির্দিষ্ট কাজ কী। এমন প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হলে বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বপ্নদ্রষ্টা নূরে আলম তালুকদারের উত্তর ছিল এরকম- * শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন * মেধাবী, দরিদ্র, অসহায় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি এবং সহায়তা প্রদান * দুস্থ অসুস্থ শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা * পাঠ্য পুস্তক বিতরণ * যে কোন দুর্যোগকালীন সহায়তা প্রদান * প্রয়োজনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা * এইডসের মতো জীবন নাশকারী মহামারী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিতকরণ * এছাড়া শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যে কোন সমস্যা সমাধানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী

বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্টের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী। এমন প্রশ্নের জবাবে নূরে আলম তালুকদার বলেন, আমরা আমাদের উল্লিখিত কর্মকাণ্ডগুলোকে আরও সম্প্রসারিত করতে চাই। যাতে আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী উপকৃত হয়। সেই সঙ্গে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায় বিদেশে পড়াশোনার সুযোগ প্রদানে সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবে বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট।

এসো হাত রাখি

সমগ্র দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সেবায় এই ট্রাস্টকে আপনিও আর্থিক সহায়তা পাঠাতে পারেন।

সহায়তা পাঠানোর ঠিকানা- বাংলাদেশ ছাত্রকল্যাণ ট্রাস্ট, চলতি হিসাব নং- ১১১০০০২১৪৯৭, ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংক, মোহাম্মদপুর শাখা, ঢাকা।

—শাহ বুলবুল

21 JUN 2008